সুশিক্ষায় শিক্ষকের ভূমিকা

সরদার সৈয়দ আহমেদ*

ভূমিকা ঃ

যে কোন দেশের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। শিক্ষার মাধ্যমেই জনসংখ্যা জনসম্পদে পরিণত হয়। দেশের জনসংখ্যা মানব সম্পদে রূপান্তরিত হতে পারলে উন্নয়নের স্বয়ংক্রিয় ধারা সৃষ্টি হয়। মানুষের মধ্যে সীমাহীন উদ্ভাবনী শক্তি এবং অসংখ্য গুণাবলী সুপ্ত অবস্থায় থাকে। শিক্ষার কাজ হলো সুপ্ত গুণাবলীর বিকাশ ঘটানোও উদ্ভাবনী শক্তি উজ্জীবিত করা এবং উৎপাদনে সক্ষম করে তোলা। শিক্ষা মানুষকে জ্ঞান দান করে আর এ জ্ঞান ও বুদ্ধির কারণে মানুষ সৃষ্টির সেরা। সৃষ্টির সেরা বলেই মানুষ প্রকৃতিকে বশ করতে পেরেছে, পেরেছে নিজের মত কাজে লাগাতে। জ্ঞান বিজ্ঞান সৃষ্টি হচ্ছে ও বিকশিত হচ্ছে এবং এভাবেই সমাজ গড়ে উঠছে এবং এগিয়ে চলছে সভ্যতা। শিক্ষা মানুষের বিবেকবোধ জাগ্রত করে এবং মূল্যবোধে সমৃদ্ধ করে যা সুন্দর সমাজ বিনির্মানে অপরিহার্য। কাজেই একটা দেশের সার্বিক উন্নয়নে শিক্ষা ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। এ জন্য বলা হয় "শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড"। আর শিক্ষক হলেন শিক্ষা ব্যবস্থার মেরুদন্ড। এ প্রবন্ধে সুশিক্ষা প্রদানে শিক্ষকের ভূমিকা প্রসঙ্গেই মূলতঃ আলোচনা করা হয়েছে। প্রবন্ধটিতে নিম্নোক্ত বিষয়ে আলোচনা হয়েছে। (ক) অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা, (খ) মূল্যবোধ সৃষ্টিতে শিক্ষার ভূমিকা, (গ) শিক্ষা ও সুশিক্ষা (ঘ) শিক্ষার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য (ঙ) সুশিক্ষা ও শিক্ষকের গুণাবলী (চ) শিক্ষকের দয়িত্ব ও কর্তব্য (ছ) বাংলাদেশের শিক্ষকদের ভূমিকা মূল্যায়ণ এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনা, (জ) উপসংহার।

(ক) অর্থনৈতিক উন্নয়নে শিক্ষার ভূমিকা ঃ

আজকের দিনে এটা মনে করা হয় যে, পুঁজি হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের মূল চালিকা শক্তি হলো পুঁজি। অধিকাংশ অর্থনীতিবিদই মনে করে Capital is the heart of Economic Development and capital formation is the engine of growth. মানুষের জন্য উন্নয়ন এবং মানুষই হলো উন্নয়নের সক্রিয় এজন্ট। মানুষই হলো সকল প্রকার উন্নয়নের কেন্দ্রবিন্দু। Man is the Centre of all development অর্থাৎ মানব সম্পদ (পুঁজি) হলো অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূল চালিকা শক্তি। জিডিপি'র বৃদ্ধি এবং মানব পুঁজির মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। উৎপাদন অপেক্ষকের সাহায্যে মানব সম্পদ উন্নয়ন অপেক্ষক প্রদর্শন করা যেতে পারে। $G = F(L, Lb, K, U)$ যেখানে G = জিডিপি, (অর্থনৈতিক উন্নয়নের সূচক) F = অপেক্ষক, L = প্রাকৃতিক সম্পদ বা ভূমি, Lb = শ্রম, K = প্রাকৃতিক পুঁজি, U = অবশেষ (Residual) (মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্পর্কিত দিকসমূহ)। (মাহমুদুল-২০০৩)

এখন পুঁজি সম্পর্কে আগেকার ধ্যান ধারণার পরিবর্তন হয়েছে। এখন পুঁজিকে নিম্নোক্ত ভাবে ভাগ করা হয়। বস্তু পুঁজি (Material capital) এবং মানব পুঁজি (Human Capital) অথবা দৈহিক পুঁজি (Physical Capital) এবং জীবন্ত পুঁজি (Living capital). পুঁজি গঠনকে এখন বস্তুপুঁজি এবং মানবপুঁজির গঠনকে বুঝায়। বস্তুপুঁজি মওজুদের বৃদ্ধি নির্ভর করে মানব পুঁজি গঠন হারের উপর।

শিক্ষা হলো মানব সম্পদ উন্নয়নের উত্তম মাধ্যম। শিক্ষা মানষকে জ্ঞান দান করে। জ্ঞান বিশেষ এক প্রকার শক্তি এবং অর্থনীতির

* অধ্যাপক (অব:) এবং সহ-সভাপতি এবং প্রাক্তন সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ অর্থনীতি শিক্ষক সমিতি।
প্রাক্তন সদস্য, কার্যকরী কমিটি, বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতি। মতামত লেখকের নিজস্ব।

[illegible] "Knowledge is the most powerful engine of production". [illegible]

উন্নয়নে শিক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। Denison দেখান যে, ১৯০৯ সাল হতে ১৯৫৭ সাল পর্যন্ত সময়ে শিক্ষা আমেরিকার অর্থনৈতিক উন্নয়নে ২৩% অবদান রেখেছে। (Jhangan-76) শিক্ষাখাতের ব্যয়কে এখন আর ব্যয়ের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখা হয় না। অন্যান্য খাতে পুঁজি খাটালে যে লাভ হয় শিক্ষা খাতে তার চেয়ে অনেক বেশি লাভ হয়। অর্থাৎ শিক্ষায় বিনিয়োগ হল সর্বোৎকৃষ্ট বিনিয়োগ। বড় বড় শিল্প কারখানায় বিনিয়োগের চেয়ে শিক্ষায় বিনিয়োগ অধিকতর লাভজনক। T.W Schultz দেখিয়েছেন যে, "Investment in education contributed 3 times more than investment in physical capital" (Jhingan-76).

রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন অশিক্ষার অন্ধকার থেকে বৃহত্তর জনগোষ্ঠিকে মুক্ত করতে না পারলে দেশের শ্রীবৃদ্ধি বেগবান করা অসম্ভব। তবে মানুষকে তিনি নিছক পুঁজি হিসাবে দেখতে চাননি। তিনি চেয়েছিলেন মানব মঙ্গলের মাধ্যমে অর্থনৈতিক বিকাশ ঘটুক (সেন-২০০১)।

দক্ষ জনশক্তি ও প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ছাড়া এ জটিল অর্থনৈতিক যুগে কোন দেশের উন্নয়ন সম্ভব নয়। বস্তুগত পুঁজি গঠনের সাথে মানবপুঁজি গঠনও প্রয়োজন যা প্রযুক্তি উন্নয়নকে তরান্বিত করবে। প্রযুক্তিগত উন্নয়ন পুঁজির বা অন্যান্য উপাদনের উৎপাদনশীলতাকে বৃদ্ধি করে থাকে। প্রযুক্তিগত উন্নতি অর্থনৈতিক প্রক্রিয়ায় একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদান।

প্রাকৃতিক সম্পদের সদ্ব্যবহার নির্ভর করে মানব সম্পদের দক্ষতা ও প্রযুক্তি জ্ঞানস্তরের উপর। আমাদের যথেষ্ট প্রাকৃতিক সম্পদ আছে। কিন্তু এগুলোর অনুসন্ধান ও আবিষ্কার এবং ব্যবহার করার মত বিজ্ঞানী ও প্রযুক্তিবিদ বাংলাদেশে নেই বলে বিদেশীদের উপর নির্ভর করতে যাচ্ছে। আমাদের কি আছে, কি নেই আমরা তা বলতে পারছি না। বিদেশী বিশেষজ্ঞ যা বলে আমরা তা মেনে নেই। যথেষ্ট মেধা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞা ক্ষমতা সম্পন্ন লোকের অভাব হলে প্রকৃতিকে বশ করা যায় না এবং উন্নয়নের সিঁড়িতেও পা ফেলা যায় না। শিক্ষার মাধ্যমে জনগণের সুপ্ত সম্ভাবনা শক্তি ও মেধার বিকাশ ঘটিয়ে দেশে উন্নত পরিবেশ সৃষ্টি করা প্রয়োজন।

শিক্ষা মানুষকে উৎপাদন কলাকৌশল সম্পর্কে জ্ঞান দান করা ছাড়াও উন্নয়নের সহায়ক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে থাকে। জনগণকে উন্নত জীবনযাপনে উৎসাহী করতে শিক্ষার প্রয়োজন। একমাত্র শিক্ষাই পারে তাদের জীবনবোধ জাগ্রত করতে।

শিক্ষা মানুষের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক জ্ঞান দান করে থাকে। যা সুষম উন্নয়নের সহায়ক উপাদান হিসাবে কাজ করে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সামাজিক ও ধর্মীয় মূল্যবোধের প্রভাব প্রচুর। অর্থনৈতিক উন্নয়নের ক্ষেত্রে অর্থনীতি বর্হিভূত উপাদান অর্থাৎ সামাজিক ও মানবীয় মূল্যবোধ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে। অমর্ত্য সেন উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় মৌলিক চাহিদার গুরুত্বের কথা বলেছেন এবং বিবেক, নীতিবোধ বা নৈতিক মূল্যবোধের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

(খ) মূল্যবোধ সৃষ্টিতে শিক্ষার ভূমিকা ঃ

বেঁচে থাকার জন্য অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা এবং শিক্ষার প্রয়োজন। এ সমস্ত মৌলিক প্রয়োজন মেটাতে না পারলে জীবন হয়ে পড়ে দুর্বিসহ। অর্থনৈতিক চিন্তা মানুষের মনুষত্ব লাভের ক্ষেত্রে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু মানুষ শুধু অর্থনৈতিক মানব নয়। বস্তুর বাহিরে আরো জগৎ আছে, ইন্দ্রিয়ের সুখ ছাড়াও আত্মার ক্ষুধা আছে। আত্মার স্বাধীনতাই আত্মার ক্ষুধা মিটাতে পারে। প্রমথ চৌধুরী বলেছেন, "একথা আমরা সবাই জানি যে, উদরের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের দেহ বাঁচে না কিন্তু এ কথা সকলেই জানি যে, মনের দাবি রক্ষা না করলে মানুষের আত্মা বাঁচে না।" "অন্ন বস্ত্রের প্রাচুর্যের চেয়ে মুক্তি বড়, এ বোধটি মানুষের মনুষ্যত্বের পরিচয়। চিন্তার স্বাধীনতা, বুদ্ধির স্বাধীনতা, আত্মপ্রকাশের স্বাধীনতা যেখানে নেই সেখানে মুক্তি নেই। মুক্তির জন্য দুইটি উপায় অবলম্বন করতে হবে। একটি অন্নবস্ত্রের

চিন্তা থেকে মুক্তি দেয়ার চেষ্টা, আরেকটি শিক্ষা-দীক্ষার দ্বারা মানুষকে মনুষ্যত্বের স্বাদ পাওয়ানোর সাধনা। এ উভয় বিধ চেষ্টার ফলেই মানবজীবনের উন্নয়ন সম্ভব"।

জীবন ধারনের জন্য অর্থ চিন্তা প্রয়োজনীয় কিন্তু মানুষ হিসাবে বেঁচে থাকতে হলে আত্মার স্বাধীনতাও অত্যাবশ্যকীয়। মোতাহের হোসেন চৌধুরীর মতে, "অর্থ চিন্তার নিগড়ে সকলে বন্দী। ধনী, দরিদ্র সকলেরই অন্তরে সেই একই ধ্বনি উত্থিত হচ্ছে। চাই, চাই, আরও চাই। অর্থ সাধনাই জীবন সাধনা নয়- একথা মানুষকে ভাল করে বোঝাতে না পারলে মানব জীবনে শিক্ষা সোনা ফলাতে পারবে না।" আমাদের শিক্ষিত সমাজের লোলুপ দৃষ্টি আজ অর্থের উপরই পড়ে রয়েছে।" জীবনে অর্থের প্রয়োজন রয়েছে তাই বলে জীবনের সব কিছুকে অর্থের মান দন্ডে পরিমাপ করা ঠিক নহে। অর্থ মানুষকে বাঁচিয়ে রাখতে পারে মাত্র, সুখ, শান্তি, কল্যাণের ক্ষেত্রে অর্থের ভূমিকা তেমন গুরুত্বপূর্ণ নয়। মানব জাতির উন্নতি এবং কল্যাণে বস্তুগত শিক্ষার চেয়ে আদর্শের শিক্ষা অধিকতর ভূমিকা পালন করে থাকে। শিক্ষার আসল কাজ মূল্যবোধ সৃষ্টি করা। শিক্ষার মাধ্যমে জ্ঞান আহরিত হয় এবং এ আহরিত জ্ঞানই মূল্যবোধ সৃষ্টির মাধ্যম। জ্ঞান সকল বিষয়ের প্রকৃত রূপ তুলে ধরে আর মূল্যবোধ তার যথার্থতা নিরূপণ করে। শিক্ষাই মানুষকে জৈবিকতার নীচের ঘর থেকে মনুষ্যত্ব লোকের উপরের ঘরে পৌঁছে দেয়। এখানে পৌঁছেই মানুষ বুঝতে শেখে অর্থ সাধনার চেয়ে জীবন সাধনা বড় এবং জীবন সাধনায় মুক্তি। নিষ্ঠা, সততা, ন্যায়বোধ, দেশাত্মবোধ, সহমর্মিতা, সৃষ্টিকর্তার প্রতি আনুগত্য ইত্যাদি নৈতিক ও সামাজিক মূল্যবোধ মানব কল্যাণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। যে শিক্ষা মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ ঘটায় না, সে শিক্ষা ব্যর্থ অন্তসার শূন্য। আমরা নৈতিক ও সামাজিক মুল্যবোধের অবক্ষয়ের বিষমচক্রে আবর্তীত হচ্ছি। ফলে সর্বপ্রকার উন্নয়ন বা কল্যাণ মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। শিক্ষা ব্যবস্থা নৈতিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত না হলে সামাজিক কল্যাণ ব্যাহত হয়। প্রকৃত কল্যাণের স্বার্থে পাঠ্যসূচিতে কার্ল মার্ক্স-এর অর্থনৈতিক মানব (Economic man) এবং ফ্রয়েডের যৌন মানবের Sexual man) অপেক্ষা এরিষ্টটলের সামাজিক মানুষের (Social Being) উপর অধিকতর গুরুত্ব আরোপ করা প্রয়োজন। Education is both for learning and earning full of moral values এরকম আদর্শের শিক্ষা ব্যবস্থাই উত্তম। সামাজিক মূল্যবোধ এবং নৈতিক মূল্যবোধসহ "Learning to think and thinking to learn" এ ধারার দিকে জোর দেয়া যেতে পারে (রহমান-২০০২)।

(গ) শিক্ষা ও সুশিক্ষা ঃ

পৃথিবীতে আসার পর থেকেই মানুষকে প্রতিনিয়ত জীবন সংগ্রামে অবতীর্ণ হতে হয়। জীবন ধারনের জন্য মানুষকে প্রকৃতির সঙ্গে লড়তে হচ্ছে। সীমাহীন অভাব মোচনের প্রচেষ্টা চলতে থাকে এবং এর ফলে নিত্য নতুন উৎপাদন কলাকৌশল ও জ্ঞান সঞ্চিত হচ্ছে। মানুষ উৎপাদনের কেন্দ্র বিন্দু এবং মানুষই মানুষের জন্য উৎপাদন করে অর্থাৎ মানুষ উৎপাদন ও উন্নয়নের সক্রিয় এজেন্ট। উৎপাদনের সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সামাজিক সম্পর্ক এবং মানসিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। মানুষ তার প্রয়োজন মিটানোর জন্য যে সব জ্ঞান, কলাকৌশল, মূল্যবোধ ও গুণাবলী অর্জন করে থাকে, তাকে বলা হয় শিক্ষা।

বিভিন্ন মনিষী বিভিন্নভাবে দৃষ্টিকোণ থেকে শিক্ষার সংজ্ঞা দিয়েছেন। সমাজতাত্ত্বিকগণের মতে বস্তুগত এবং সমাজ জীবনের নিয়মসমূহ, তাদের পারস্পরিক সম্পর্ক, সম্পদ, যোগসূত্র সম্পর্কিত যে জ্ঞান তাকে আয়ত্ব করার পদ্ধতিকে বলা হয় শিক্ষা। (রহমান-২০০৩) এ সংজ্ঞার সারকথা হলো "মানুষ অর্থনৈতিক মানব" বা বস্তুকে কেন্দ্র করেই শিক্ষা। অর্থাৎ জীবন জীবিকার প্রয়োজনেই শিক্ষা। তাই "শিক্ষা হল জীবনযাপনের নবিশি"। (হক-২০০০)

বেগম রোকেয়া বলেন, "ঈশ্বর যে স্বাভাবিক জ্ঞান ক্ষমতা দিয়েছেন সেই ক্ষমতাকে অনুশীলন দ্বারা বৃদ্ধি করাই শিক্ষা।" শিক্ষা মানুষকে চিন্তা করতে শেখায় আর এ চিন্তু মানুষের জ্ঞান ভান্ডারকে সমৃদ্ধ করে।

সক্রেটিস বলেছেন, "Know thyself" নিজেকে জানাই শিক্ষা। নিজেকে জানার মধ্যে অপরকে জানার এবং সৃষ্টি কর্তাকে জানার সুযোগ বিদ্যমান। নিজেকে জানতে হলে আত্ম উপলব্ধির প্রয়োজন। তাই বলা হয় "Education is for self realizazation." (জামাল-২০০৩)। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "জীবনের সাথে জীবনের আশ্রয়স্থল খোঁজার নামই শিক্ষা।" (রহমান-২০০৩) শিক্ষা আমাদেরকে ভাবতে শিক্ষায় ঃ- আমরা কোথা থেকে এসেছি এবং কেন এসেছি, কোথায় যাব ইত্যাদি। অতএব, অপার শক্তির মহিমা অনুসন্ধান ও আবিষ্কারই শিক্ষা। তাই শিক্ষা হলো আত্মজিজ্ঞাসা।

"শিক্ষা মানুষকে সুসজ্জিত, আলোকিত এবং হৃদয়ের মাঝে সুপ্ত সুকুমার বৃত্তিগুলোকে স্ফুটিত করে। যে শিক্ষা মানুষকে পরিমার্জিত, পরিশীলিত, চরিত্রবান, সংস্কৃতিবান ও আদর্শবান করে গড়ে তোলে তাই সুশিক্ষা। এর ফলে মানুষ সৎ চিন্তা, সৎ কর্মে উদ্দিপ্ত হয় এবং কর্মকৌশল, দক্ষতা ও উদ্ভাবনের গুণে গুনান্বিত হয়ে উঠে।" (আলম-২০০৩)। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য চরিত্রবান মানুষ সৃষ্টি করা। চরিত্র হলো মানব জীবনের গৌরব ও মুকুট স্বরূপ। "The Crown and glory of life is caracter" যে শিক্ষায় মানবীয় গুণাবলী বিকশিত হয়, সৎ, যোগ্য চরিত্রবান নাগরিক সৃষ্টি হয় তা সুশিক্ষা। শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হল দেশের আর্থসামাজিক উন্নয়ন। এ লক্ষ্য অর্জনে প্রয়োজন দক্ষ, সৃজনশীল, দেশপ্রেমিক, দায়িত্বশীল, কর্তব্য পরায়ণ ও নিষ্ঠাবান সৎ ও যোগ্য জনশক্তির। এ সমস্ত গুণাবলী সম্পন্ন নাগরিক সৃষ্টিকেই বলা হয় সুশিক্ষা, যে শিক্ষা নৈতিক, সামাজিক এবং মানবীয় মূল্যবোধে সমৃদ্ধ সে শিক্ষাই হল সুশিক্ষা। সুশিক্ষা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে প্রকৃত কল্যাণ সাধনে সহায়ক। কুশিক্ষা মূল্যবোধের অবক্ষয় সৃষ্টি করে, সামাাজিক কল্যাণকে তিরোহিত করে। সুশিক্ষা বা প্রকৃত শিক্ষা মানুষকে একদিকে যেমন দক্ষ করে তোলে তেমনি অন্যদিকে উন্নত মানবিক চেতনায় সমৃদ্ধ করে। স্কুল-কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সার্টিফিকেট পেলেই শিক্ষিত হওয়া যায় না। শিক্ষিত হতে হলে মানবীয় গুণাবলীর বিকাশ ঘটানো প্রয়োজন।

(ঘ) শিক্ষার লক্ষ ও উদ্দেশ্য ঃ

শিক্ষার লক্ষ্য মানুষকে প্রকৃত মানুষে পরিণত করা। প্রকৃত মানুষ হতে হলে সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্তার সঙ্গে মানুষের যে সম্পর্ক তা উপলব্ধি করতে হবে। এ উপলব্ধি আসে মানুষের আত্মদর্শ থেকে। আত্মদর্শন থেকেই মানুষ এ জগৎ এবং তার সৃষ্টিকর্তা সম্পর্কে অবগত হতে পারে। তাই সক্রেটিস বলেছিলেন, "নিজেকে জান"। নিজেকে জানাই আত্ম উপলব্ধি। তাই বলা চলে আত্ম উপলব্ধি সৃষ্টি করাই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য। এরিস্টটল মনে করতেন মানুষিক ও অধ্যাত্মিক জীবনের চরম বিকাশ সাধনই শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য (রহমান-২০০৩) কাজেই শিক্ষার উদ্দেশ্য হবে জীবন জিজ্ঞাসা।

মানুষ সামাজিক জীব। সমাজের উন্নয়ন ও কল্যাণ আজ সবার কাম্য। প্রকৃত সামাজিক কল্যানের জন্য মানবীয় মূল্যবোধ প্রয়োজন। মানবীয় গুণাবলী যেমন সততা, দয়া, মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ, বিবেকবোধ, নীতিবোধ, দেশাত্মবোধ, অধিকার ও কর্তব্য ইত্যাদি গুণাবলী সুশীল সমাজ বিনির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কাজেই সুনাগরিকের গুণাবলী এবং মানবীয় গুনাবলী অর্জনই শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। মোতাহের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, "শিক্ষা বস্তুকে নয়, শিক্ষার্থীর অন্তরকে বড় করে দেখে তার ভিতরকার শক্তিকে জাগ্রত করাই যেন আমাদের শিক্ষার লক্ষ্য হয়।"

জীবনের জন্য জীবিকার প্রয়োজন। জীবিকা অর্জনের জন্য উপার্জন ক্ষমতা থাকা দরকার। মানুষকে তাই উপার্জনে সক্ষম করে তুলতে শিক্ষার প্রয়োজন। অর্থাৎ শিক্ষা মানুষকে উৎপাদনে দক্ষ করে তুলে। প্রাকৃতিক সম্পদের সর্বোত্তম ব্যবহার করে মানুষ সুখে শান্তিতে বসবাস করুক এটা সৃষ্টিকর্তাও চান। এ পৃথিবী আকাশমন্ডলী, পাহাড়, পর্বত, নদী, সমুদ্র, ভূ-পৃষ্ঠে এবং বিশ্ব ভ্রমান্ডে যা কিছু আছে এসব কিছুই মানুষের কল্যাণে সৃষ্টি করা হয়েছে। প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবহার করার জন্য যে উদ্ভাবনী শক্তি প্রয়োজন তা শিক্ষার মাধ্যমেই অর্জিত হয়। অর্থনৈতিক কল্যাণ সাধনের লক্ষ্যেও শিক্ষা অপরিহার্য। কাজেই শিক্ষার অন্যতম উদ্দেশ্য হলো মানুষের জীবিকার প্রয়োজন মিটানো। তবে একথা মনে রাখতে হবে যে, মানব জীবন শুধু ভোগ লালসা চরিতার্থ করার জন্য নয়। মানুষ শুধু স্বার্থপর আত্মসুখবাদী

প্রাণী নয়। রবিন্দ্রনাথ বলেছেন, "এটা মনে স্থির রাখতে হবে যে, কেবল ইন্দ্রিয়ের শিক্ষা নয়, কেবল জ্ঞানের শিক্ষা নয়, বোধের শিক্ষাকে আমাদের বিদ্যালয়ে স্থান দিতে হবে। অর্থাৎ কেবল কারখানার দক্ষতা, শিক্ষা নয়, স্কুল কলেজের পরীক্ষা পাশ করা নয়। আমাদের যথার্থ শিক্ষা তপোবনের প্রকৃতির সঙ্গে মিলিত হয়ে তপস্যার দ্বারা পবিত্র হয়।" (ঘোষ-১৯৯৩) জীবনে পরিপূর্ণতা অর্জনই প্রকৃত শিক্ষা। প্রকৃত শিক্ষা দেয়াই শিক্ষা ব্যবস্থার লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রকৃত পক্ষে শিক্ষার উদ্দেশ্য হল বস্তুগত, নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি লাভ করা।

(ঙ) সুশিক্ষক ও শিক্ষকের গুণাবলী ঃ

শিক্ষক হলেন শিক্ষা ব্যবস্থার মূল স্তম্ভ। সমাজের বিবেক, আদর্শের প্রতীক। সুশিক্ষা বিতরণের জন্য সুশিক্ষকের প্রয়োজন। অর্থাৎ শিক্ষককে সুশিক্ষিত হতে হবে। সুশিক্ষিত শিক্ষকই সুশিক্ষক। শিক্ষক যে জ্ঞান শিক্ষার্থীকে দান করেন তা মানুষের কল্যাণে ব্যবহৃত হতে পারে আবার অনেক ক্ষেত্রে ক্ষতির কারণ হতে পারে। যদি তা মূল্যবোধ সমৃদ্ধ না হয়।

সুশিক্ষা নির্ভর করে মূলবোধের উপর। মূল্যবোধ নিয়ে রয়েছে নানা মতভেদ এবং নানা বিভাজন। ফলে শিক্ষক অনেক ক্ষেত্রে নিজেও জানেন না তিনি কোন মূল্যবোধে বিশ্বাসী। নৈতিকতা ও বিবেকবোধ সমৃদ্ধ এবং মানবিক মূল্যবোধ সম্পন্ন শিক্ষকই সুশিক্ষক। আমাদের দেশে উচ্চস্তরের অনেক বিষয় আছে নীতি নিরপেক্ষ যেমন অর্থনীতির কথা বলা যায়। আমাদের কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় সমূহে মূলত পুঁজিবাদী অর্থনীতির আলোচনাই পাঠ্যসূচিতে ভরপুর। পুঁজিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় সর্বত্র শোষণের জাল বিস্তার করা থাকে। কিন্তু এগুলো প্রচলিত সামাজিক মূল্যবোধ দ্বারা সমর্থিত। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় সুদ এবং বন্টন তত্ত্ব এবং অন্যান্য তত্ত্ব সমূহ জ্যামিতিক এবং গাণিতিক ব্যাখ্যা দিয়ে অন্তসারশূন্য মডেল তৈরি করা হচ্ছে। কিন্তু এগুলোতে প্রকৃত সত্য লুকিয়ে থাকছে (আড়াল করে রাখা হয়)। অকারণে ব্যাখ্যার পান্ডিত্বপূর্ণ আলোচনা। সুদ নামক বস্তুর অস্তিত্ব থাকার কথা নয় অর্থনৈতিক কারণেই অথচ বিদ্যমান আছে। বন্টন তত্ত্বে শ্রমিকের পারিশ্রমিক নির্ধারিত হয় প্রান্তিক উৎপাদনশীলতা ও চাহিদা-যোগান দ্বারা। এটা অনৈতিক এবং অমানবিক ও অন্যায়।[১] এ ব্যবস্থায় ধনী কর্তৃক গরীব শ্রেণী প্রতিমুহূর্তে শোষিত হচ্ছে নানা কায়দায় কিন্তু আমরা এ সমস্ত কর্মকান্ডকে সামাজিক মূল্যবোধ পরিপন্থী বলছি না। বিভিন্ন সমাজে মানুষের চিন্তা ও মূল্যবোধ বিভিন্ন রকম হয় বলেই বোধ হয়, সেক্সপিয়ার বলেছিলেন, "There is nothing either good or bad but thinking makes it so" কাজেই শিক্ষককে আবিষ্কার করতে হবে, কোন মূল্যবোধ সঠিক। সত্যের সাধনা ও অনুসন্ধান শিক্ষকের চিন্তার জগতকে আন্দোলিত করে এবং সত্য আবিষ্কারকে সম্ভব করে তোলে। সত্যের সাধনা এবং সঠিক পথ প্রদর্শনই শিক্ষকের ব্রত। সুশিক্ষা এবং সুশিক্ষক পেতে হলে শিক্ষার সর্বস্তরের পাঠ্যসূচিতে সামাজিক, ধর্মীয়, নৈতিক ও মানবীয় মূল্যবোধের আলোচনা বাধ্যতামূলক করা উচিত।

শিক্ষা ব্যবস্থায় শিক্ষকের ভূমিকেই প্রধান। স্যার জন এডাম-এর মতে "শিক্ষক হলেন মানুষ গড়ার করিগর" (মঞ্জু-৮৩)। এ কারিগরের দক্ষতা ও যোগ্যতার উপরেই নির্ভর করে আউট পুটের গুণগত মান। শিক্ষনের জন্য অনেক উপাদানের প্রয়োজন যেমন- শিক্ষক, বই জার্নাল, অবকাঠামো, যন্ত্রপাতি ও অন্যান্য উপকরণ। এ সমস্ত সম্পদের মধ্যে শিক্ষক হলেন জীবন্ত সম্পদ বা পুঁজি। ছাত্র নামক কাঁচামালের দ্বারা জ্ঞান শিল্প উৎপাদনের ক্ষেত্রে অন্যান্য উপকরণের ভূমিকা নিষ্ক্রীয় এবং পরোক্ষ এবং শিক্ষক পুঁজির ভূমিকা সক্রিয় এবং প্রত্যক্ষ। শিক্ষা কারখানার জীবন্ত পুঁজি (শিক্ষক) বস্তু পুঁজির সংস্পর্শে সক্রিয় হয়ে উঠে এবং জ্ঞান নামক উৎপাদনের সৃষ্টি হয়। এ উৎপাদনের (জ্ঞান) ধরন, প্রকৃতি ও গুণগত মানের উপরই নির্ভর করে দেশের প্রকৃত উন্নয়ন। বড় বড় শিল্পকারখানার চেয়ে শিক্ষা (প্রতিষ্ঠান) নামক কারখানা গড়ে তোলা অধিকতর লাভজনক। আর এ সমস্ত কারখানার উৎপাদনের মান এবং হার নির্ভর করে শিক্ষকের জ্ঞানের স্তর (দক্ষতা) এবং গুণগত মানের উপর। ভাল আউট পুটের জন্য অবশ্যই ভাল ইনপুট প্রয়োজন। জাতির উন্নয়নে শিক্ষকের ভূমিকা অপরিসীম। জাতির ভবিষ্যত সুনাগরিক ও দক্ষ জনশক্তি সৃষ্টি ক্ষেত্রে শিক্ষকের ভূমিকা অনন্তকালের। হেনরী এডাস-এর মতে

শিক্ষকের প্রভাব অনন্ত কালে গিয়েও শেষ হয় না। (রহমান-২০০৩)। এ কারণে শিক্ষকের অনেক যোগ্যতা ও গুণাবলী থাক অপরিহার্য। শিক্ষককে হতে হয় ন্যায় পরায়ন, দয়ালু, মহৎ, সরল, কর্তব্যপরায়ন, বিনয়ী এবং দেশপ্রেমিক। মোট কথা একজন শিক্ষককে হতে হবে সুশিক্ষিত, সুদক্ষ এবং সুনিপুন। শিক্ষকদের মধ্যে এ সমস্ত গুণাবলীর ঘাটতি থাকলে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য ব্যহত হবে এবং সমগ্র জাতি ধ্বংসের মুখোমুখী হবে। সামাজিক মূল্যবোদের অবক্ষয়ের কারণে বাংলাদেশের সমাজ জীবন আজ ক্ষতবিক্ষত। জান ও মালের নিরাপত্তা নেই। সর্বত্র বিশৃঙ্খলা, নৈরাজ্য বিরাজমান। সুশিক্ষা তথা শিক্ষা ব্যবস্থায় দুর্বলতার কারণেই দেশে আজ সর্বত্র নৈরাজ্য-নৈরাশ্য ও সন্ত্রাস।

এ অবস্থা থেকে জাতির মুক্তির জন্য গুচ্ছ গুচ্ছ চিন্তাশীল, জ্ঞান তাপস, প্রজ্ঞাবান পাঞ্জেরির প্রয়োজন। শিক্ষকরাই হলেন সে পাঞ্জেরি। জাতির এ দুর্যোগ মুহূর্তে শিক্ষকদেরই এগিয়ে আসতে হবে। সুশিক্ষার আজ বড় অভাব। আর সুশিক্ষার অভাবের কারণ হলো সুশিক্ষকের অভাব। "শিক্ষক একজন শিল্পীর ন্যায় মানব মনের সহজাত প্রবৃত্তি, ধী-মনীষাও সুপ্ত সম্ভাবনার পরিস্ফুটন ঘটিয়ে সত্যিকারের মানুষ তৈরির কাজে নিয়োজিত থাকেন। (রহমান-২০০৩)। কাজেই শিক্ষককে হতে হবে একজন সত্যিকারের মানুষ যিনি হবেন অজস্র গুণাবলীর অধিকারী। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "যে শিক্ষক নিজেই যথার্থ শিক্ষক নহেন, তিনি অন্যকে শিক্ষাদান করিবেন কিভাবে? যে প্রদীপ নিজেই জ্বলিতেছে না বা আলোদান করিতেছে না সে প্রদীপ হইতে অন্য প্রদীপ কিভাবে প্রজ্জ্বলিত হইবে বা আলো গ্রহণ করিবে।" (রহমান-২০০৩)।

প্রথম চৌধুরী বলেছেন, "শিক্ষক ছাত্রকে শিক্ষার পথ দেখিয়ে দিতে পারেন। তার কৌতুহল উদ্রেক করতে পারেন। তার বুদ্ধিবৃত্তিকে জাগ্রত করতে পারেন। মনোরাজ্যের ঐশ্বর্যের সন্ধান দিতে পারেন। তার জ্ঞান পিপাসাকে জ্বলন্ত করতে পারেন।" দার্শিনিক জন লক মনে করেন জন্মের সময় মানুষের মস্তিষ্ক একটা খালি শ্লেটের মতো। খালি শ্লেটের উপর যে রকম দাগ অংকিত হবে মস্তিষ্ক সে রকম দাগ পড়বে। প্রাথমিক স্তরের শিক্ষার্থীরা কাদামাটির মত। এ স্তরের শিক্ষকগণ কুমারের মত যে রকম খুশী শিশুকে গড়ে তোলতে পারেন। এ স্তরের শিক্ষা হলো উচ্চ শিক্ষা বা জাতীয় উন্নয়নের ভিত্তি ভূমি। গুরুর কাজ শিশুকে সুশিক্ষিত হতে সহায়তা করা। প্রমথ চৌধুরীর মতে, "সুশিক্ষিত ব্যক্তিই স্বশিক্ষিত।" 'যিনি যথার্থ গুরু তিনি শিষ্যের আত্মাকে উদ্বেলিত করেন এবং তার অর্ন্তনিহিত সকল প্রচ্ছন্ন শক্তিকে ব্যক্ত করে তোলেন। সেই শক্তির বলে শিষ্য নিজের মন নিজে গড়ে তোলে। নিজের অভিমত বিদ্যা নিজে অর্জন করে।" ছাত্রের মধ্যে জ্ঞান পিপাসা সৃষ্টি করাই শিক্ষকের মূল কাজ। পরীক্ষায় পাশ করানোই শিক্ষকের মূল কাজ নয়। পরীক্ষায় পাশের সঙ্গে ছাত্রের সুপ্ত প্রতিভাকে জাগিয়ে তোলতে না পারলে শিক্ষা হবে সার্টিফিকেট সর্বস্ব। এ রকম বিদ্যাকে আমরা উৎসাহিত করছি। পাশের সংখ্যা বেশি হলে আমরা খুশি হই। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কত জন প্রকৃত শিক্ষা পেল তার খবর আমরা রাখি না। পরীক্ষা পাশ করা এবং শিক্ষিত হওয়া এক কথা নয়। বর্তমানে আমাদের যে শিক্ষা ব্যবস্থা চালু আছে তাতে পরীক্ষায় পাশ করানোই শিক্ষকের প্রধান কাজ হিসাবে মনে করা হয়। পরীক্ষা পদ্ধতির ত্রুটির কারণে ছাত্রকে অনেক মুখস্ত করতে হয়। মুখস্ত করে লেখা এক প্রকারের নকল। শিক্ষকগণ ছাত্রছাত্রীদের নোট মুখস্ত করান এবং প্রশ্ন নির্বাচন করে দেন। এর অর্থ হলো শিক্ষক নিজেই শিক্ষার্থীর জ্ঞান আহরণে বাধার সৃষ্টি করছেন এবং প্রতিভার ধ্বংস করছেন। ছাত্রের মধ্যে যে সুপ্ত প্রতিভা বিরাজমান তা বিকশিত হওয়ার সুযোগ সৃষ্টিতে ব্যর্থ হচ্ছেন। দার্শনিকদের মতে "শিক্ষার লক্ষ্য হবে শিক্ষার্থীকে কি চিন্তা করতে হবে তা না শিক্ষিয়ে কি করে চিন্তা করতে হবে তা শিখানো। এমনভাবে মানুষিক উন্নতি হওয়া যাতে কেবল অন্যের চিন্তা বস্তু দিয়েই মস্তিষ্ককে ভারাক্রান্ত না রেখে নিজে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার মনমানসিকতা অর্জন করে" (শামসুল হক-১৯৯২) প্রত্যেক শিক্ষকের জন্য জ্ঞান তত্ত্বের ভাল ধারণা থাকা প্রয়োজন। অর্থাৎ শিক্ষককে হতে হবে দার্শনিক। "দর্শনহীন শিক্ষক কান্ডারী বিহীন নৌকার মত।"- একজন শিক্ষার্থীর কাছে তার শিক্ষক হলেন, A friend, a guide and a philosopher, এসব কথা মনে রেখেই শিক্ষককে কাজ করতে হবে। শিক্ষককে হতে হবে বিজ্ঞ, প্রাজ্ঞ ও দক্ষ এবং দার্শনিক।

শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট করার জন্য শিক্ষকের প্রথম কাজ হল তার প্রতি শিক্ষাথীর ভক্তি ও শ্রদ্ধাবোধ জাগ্রত করা। বিষয়ের উপর শিক্ষকের পান্ডিত্য ও গভীরতা শিক্ষার্থীকে আকৃষ্ট করে তুলতে পারে। শিক্ষকের সুন্দর, সাবলীল আচার-আচরণ, বাচনভঙ্গি, অঙ্গবঙ্গি এবং ভাষার পাঞ্জলতা শিক্ষার্থীকে মনোযোগী করে তুলে। ছাত্রকে মনোযোগী করতে পারলেই শিক্ষক হবেন সার্থক। প্রমথ চৌধুরীর মতে, "শিক্ষকের স্বার্থকতা শিক্ষাদান করায় নয়, ছাত্রকে তা অর্জনে সক্ষম করে তোলে।" শিক্ষক যা বলেন, ছাত্র তা অনুধাবন করতে পারল কি না সেদিকে শিক্ষককে বিশেষভাবে দৃষ্টি রাখতে হবে। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, "কি শিখার তা ভাববার কথা বটে, কাকে শিখাব, তার মনটা কি করে পাওয়া যেতে পারে, সেটিও কম কথা নয়।"

শিক্ষক হবেন মনেপ্রাণে শিক্ষক। শিক্ষা এবং শিক্ষার্থীর মঙ্গল চিন্তা সব সময় তাকে তাড়িত করবে। শিক্ষক হবেন মহান জ্ঞান দাতা। শিক্ষাদানে কার্পন্য শিক্ষকের ব্যবসায়িক মনোভাবেই বহিঃপ্রকাশ। শিক্ষা পণ্যের দোকানী সাজা আর শিক্ষক হওয়া এককথা নয়। শিক্ষা অমূল্য ধন। এর বেচা কেনা না হওয়াই উচিৎ। শিক্ষা দানে বৃদ্ধি এবং বিপননে হ্রাস পায়। শিক্ষা দানে কার্পন্য করলে এবং তা পন্য হিসাবে বিক্রি করলে শিক্ষকতার মূল আদর্শই বিপন্ন হয়। শিক্ষক হবেন একজন আদর্শ মানব ও ভালবাসা এবং শ্রদ্ধার পাত্র। গিলবার্ট হেইট এর মতে আদর্শ শিক্ষকের বৈশিষ্ট্য হলো ছাত্রের প্রতি প্রীতি, বিষয়ের প্রতি প্রীতি এবং পেশার প্রতি প্রীতি (মঞ্জু-৮৩) একজন সুশিক্ষক তার ছাত্রদেরকে মনে প্রাণে ভালবাসবেন। তার জ্ঞান ও প্রজ্ঞা দিয়ে শিক্ষার্থীর আত্মাকে উদ্বেলিত করেন। শিক্ষকতাকে নিছক পেশা হিসাবে নেয়া উচিত নয়। শিক্ষকতা শুধুমাত্র একটি পেশা নয়, নেশাও হবে। শিক্ষা দানে আত্মতৃপ্তি, অনাবিল আনন্দ এবং গৌরব বোধ না থাকলে প্রকৃত শিক্ষক হওয়া যায় না। প্রকৃত শিক্ষক হবেন ত্যাগীমানব, উদার জ্ঞানী, নদীর স্রোতের মত তার সানিধ্যে এসে নোংরা জিনিসও পুত পবিত্র হয় এবং অচল বস্তুও স্রোতে পড়ে সচল হয়ে ওঠে।

(চ) শিক্ষকের দায়িত্ব ও কর্তব্য ঃ

শিক্ষকের অনেক কাজ ও দায়িত্ব কর্তব্য রয়েছে। মানব সম্পদ সৃষ্টিতে শিক্ষককে অজস্র মহৎ গুর্ণের অধিকারী হতে হয়। শিক্ষক জাতির পথ প্রদর্শক, দ্বীপন। ফ্রেয়বেলের মতে শিক্ষকের কাজ ফুল বাগানের মালির কাজ। ফুলের চারা লালন পালন করে ফুল ফল ধরানোর কাজই শিক্ষকের। একজন শিক্ষক কি কাজ করবেন বা কি দায়িত্ব পালন করবেন সে সম্পর্কে আব্দুল্লাহ আল মুতী নিম্নোক্তভাবে বর্ণনা করেছেন।

১। নিজ বিষয়ের উপর পূর্ণ অধিকার এবং শ্রেণী কক্ষে শিক্ষা দানে দক্ষতা।

২। যথা সময়ে তার উপর অর্পিত শিক্ষাক্রম সমাপ্ত করা।

৩। শিক্ষার্থীদের শুধু তাদের বিষয়ের জ্ঞান অর্জন নয় এবং পরিপূর্ণ মানুষ হিসাবে গড়ে উঠতে সাহায্য করা।

৪। শিক্ষার্থীদের ব্যক্তিগতভাবে জানা এবং তাদের নানা ধরনের শিক্ষগত ও অন্যান্য সমস্যা সম্বন্ধে অবহিত হয়ে সে সবের সমাধানে সহায়তা করা।

৫। নিজের জ্ঞান ও দক্ষতার নিরন্তর সঞ্জীবনের উদ্যোগ গ্রহণ করা।

৬। কোন না কোন ধরনের গবেষণা ও সে গবেষণার ফলাফল প্রকাশের প্রবণতা।

৭। নিজের জ্ঞানকে সমসাময়িক সামাজিক-অর্থনৈতিক সমস্যাবলীর সমাধান যথাসাধ্য প্রয়োগের চেষ্টা করা।

৮। জ্ঞানের অগ্রগতি এবং সমাজ ও শিক্ষার্থীর চাহিদার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে শিক্ষাক্রমের নিরন্তর উন্নয়নের চেষ্টা করা।

প্রফেসর মোজাফফর আহমেদ বলেছেন, "Class is speciifc but not specified world. The teacher defines his effective and revealed role and responsibilities and in doing this he has to be conscious of students need in terms of better and relevant educational experience vis-a-

vis their aspirations and expectations. Teacher is not merly a giver of knowledge but also a facilitator for learning throgh cultivation of inrinsic motivation for it"- (Mozaffer – 91).

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আমরা বলতে পারি শিক্ষকের কাজ হলো পাঠদান করা, ছাত্রের সমস্যার সমাধান করা, শিক্ষর্থীর মধ্যে জ্ঞান পিপাশা সৃষ্টি করা, পাঠ্যক্রমের উন্নয়ন করা, অধ্যয়ন, অধ্যাবসায় ও গবেষণা করা, আর্থ-সামাজিক সমস্যা সমাধান সচেষ্ট হওয়া।

(ছ) বাংলাদেশের শিক্ষকদের ভূমিকার মূল্যায়ন এবং প্রাসঙ্গিক আলোচনা ঃ

বাংলাদেশের শিক্ষকগণ শিক্ষাক্ষেত্রে যে ভূমিকা পালন করেছেন তার কিছু চিত্র তুলে ধরার চেষ্টা করছি। শিক্ষক শ্রদ্ধার পাত্র আবার সমালোচনার পাত্রও বটে। বিগত চার দশকে শিক্ষকর যে ভূমিকা পালন করেছেন তা সত্যিই লজ্জাস্কর এবং দুঃখের। শিক্ষকদের অপরিহার্য গুণাবলীর ঘাটতির কারণে শিক্ষকগণ আজ সমালোচনার পাত্রে পরিণত হয়েছেন। তারা আজ আগের মত শ্রদ্ধার পাত্র নন।

শিক্ষকগণ এখন রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছেন। এতে শিক্ষকের প্রতি শিক্ষার্থীদের শ্রদ্ধাবোধ হ্রাস পেয়েছে। শিক্ষক হবেন রাজনীতি নিরপেক্ষ। কারণ তিনি সকল দলমতের ছাত্রেরই শিক্ষক। ব্রিটিশ এবং পাকিস্তান আমলে এদেশে যারা শিক্ষকতা করতেন তারা ছিলেন ধনী পরিবারের লোক। তারা গৌরব, আত্মতৃপ্তি এবং সম্মানের জন্য শিক্ষকতা করতেন- টাকা পয়সার জন্য নয়। এখনকার শিক্ষকগণ অধিকাংশ অস্বচ্ছল পরিবারের সন্তান।

বাংলাদেশে বর্তমানে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক একদম নষ্ট হয়ে গেছে। ছাত্র শিক্ষককে শ্রদ্ধা করে না। শিক্ষকও ছাত্রকে ভালবাসে না। শিক্ষক যদি ছাত্রকে আপন করে নিতে না পারেন তবে ছাত্র শিক্ষক সম্পর্ক মধুর হবে না। ছাত্রের সমস্যা নিজ সমস্যা হিসাবে মনে করতে হবে এবং নিজ সন্তান তুল্য মনে করতে হবে। ভক্তি শ্রদ্ধা পেতে হলে নিঃস্বার্থ ত্যাগী মহাপুরুষ হতে হয়। প্রাচীন ভারতীয় শিক্ষাগুরুগণ অনেক ক্ষেত্রে শিষ্যের জীবনযাপনের ব্যয় ভারও বহন করতেন। শিষ্য ও গুরুর জন্য নিজের প্রাণ বাজি রাখতে কুণ্ঠিত হত না।

শিক্ষকগণ যখন ব্যবসায়ী মনোভাব নিয়ে শিক্ষকতা পেশায় আসেন, তখনই সমস্যার সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশের শিক্ষকদের উপর বস্তুবাদী দর্শনের ভুত চেপেছে। তারা এখন অর্থ চিন্তার নিগড়ে আবদ্ধ হয়ে পড়েছেন। তারা সেবার মনোবৃত্তি ত্যাগ করেছেন। ভাল মানুষ বাননোর গৌরব অর্জনে আত্মতৃপ্তি বা আনন্দ উপভোগ করতে ব্যর্থ হচ্ছেন বা চাচ্ছেন না। তারা এখন সমাজের অন্যদের সাথে পাল্লা দিয়ে চলতে অব্যস্ত হয়ে পড়েছেন। Plain living and high thinking এর আদর্শ তারা মেনে নিতে রাজী নয়। Teaching is for earning and better living-এখন তাদের আদর্শ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

ডঃ আতিউর রহমান এবং Transparency International বাংলাদেশের শিক্ষায় দুর্নীতি ও অনিয়মের যে চিত্র তুলে ধরেছেন তা জাতিকে হতাশ করেছে।

Transparency International Bangladesh (1999) এর একটি জরিপ ভিত্তিক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, (সারণী-১)

বাংলাদেশে বিদ্যালয়ে সন্তান-সন্ততি ভর্তিতে পরিবারের নিয়ম-বহির্ভূত খরচ, টিউটর নিয়োগ ঃ **সারণী-১**

অঞ্চল	পরিবারের সংখ্যা	পরিবারের শতকরা ভাগ	
		বিদ্যালয়ে ভর্তিতে নিয়ম বহির্ভূত খরচ	বিদ্যালয় শিক্ষককে টিউটর নিয়োগ
মোট	৪৪৮	৪.৬	২১.২
গ্রামীণ	৩৯৮	৪.৭	২১.৬

শহুরে	৫০	৩.৮	১৮.০

সূত্র ঃ Transparency International, Bangladesh, 1999. (আলম-২০০২)

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে প্রায় ২১% ভাগ পরিবার বিদ্যালয়ের শিক্ষক-শিক্ষিকাকে প্রাইভেট টিউটর হিসাবে নিয়োগ দেয়, তাদের সন্তানদের ভর্তি নিশ্চিত করার জন্য। প্রায় শতকরা ৫ ভাগ পরিবার নিয়ম বহির্ভূত বিদ্যালয় ভিত্তিক ফিস দিয়ে থাকে এজন্য।

প্রাথমিক শিক্ষার জন্য রাষ্ট্র যেখানে বিনামূল্যে বই বিতরণ করে তাকে, সেখানে জাতীয়ভাবে শতকরা ৩০ ভাগ ক্ষেত্রে পরিবারগুলোকে টাকা দিয়ে বই কিনতে হয়। (সারণী-২)। শহুরে পরিবারের ক্ষেত্রে এ হার ৭৬%।

সারণী-২

বাংলাদেশে প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে (বিনামূল্যে বিতরণকৃত) পাঠ্যপুস্তকের জন্য খরচ

অঞ্চল	পরিবারের সংখ্যা	বিদ্যালয় থেকে প্রাপ্তি%	(%)	ক্রয় করেছেন (%)
মোট	৩২৯	৮৩.০	১৭.০	২৯.৭
গ্রামীণ	২৯৯	৮৪.৬	১৫.৪	২৯.২
শহুরে	৩০	৬৬.৭	৩৩.৩	৭৫.৯

সূত্র ঃ Transparency International, Bangladesh, 1999. (আলম-২০০২)

একইভাবে মাধ্যমিক শিক্ষা পর্যায়ে প্রাইভেট টিউটরের বাধ্যবাধকতা ৪২%, ভর্তির জন্য বাড়তি টাকা দেয়া (২৯% পরিবার ক্ষেত্রে), বৃত্তি/উপবৃত্তির টাকা বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে সমর্পন করা (শতকরা ১৯ ভাগ পরিবারের ক্ষেত্রে) এসব তথ্য পাওয়া যায়। (সারণী-৩)

সারণী-৩

বাংলাদেশে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে নিয়ম-বহির্ভূত কাজের অভিযোগ

অঞ্চল	পরিবারের সংখ্যা (%) পরিবার	বিদ্যালয়ের নিয়ম বহির্ভূত কাজ সম্বন্ধে অভিযোগ করছে		বৃত্তি-উপবৃত্তির টাকা কেটে রাখে	অন্যান্য ধরনের
		গৃহ শিক্ষক হলে ভর্তি	ভর্তির জন্য বাড়তি টাকা		
মোট	৪৩০	৪১.৯	২৮.৬	১৮.৬	৩৩.৬
গ্রামীণ	৩৭৬	৪০.৪	২৮.২	১৮.১	৩৩.০
শহুরে	৫৪	৫১.৯	৩১.৫	২২.২	৩৭.০

সূত্র ঃ Transparency International, Bangladesh, 1999. (আলম-২০০২)

বেসরকারী মুনাফাভিত্তিক ব্যবসায়িক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহ উচ্চ মূল্যে শিক্ষা-পণ্য বিক্রি হচ্ছে।[২] দেশের বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সমূহের আর্থিক বিষয়ে সরকারের নিয়ন্ত্রণ নেই বললেই চলে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিভিন্ন খাতে এবং বিভিন্ন হারে অর্থ আদায় করে থাকে। সকল জাতীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানসমূহ বিভিন্ন নামে, বিভিন্ন হারে অর্থ আদায় করে যথেচ্ছাভাবে ব্যবহার করে থাকে বলে অভিযোগ

শোনা যায়। শ্রেণী কক্ষে শিক্ষকের অমনোযোগিতা ও অনাগ্রহের কারণে গৃহ শিক্ষকতা এবং কোচিং সেন্টার নামক বিদ্যা বিপণী বিতানের সৃষ্টি হয়েছে। এছাড়া শিক্ষকগণ প্রশ্নপত্র ফাঁস ও উত্তরপত্রের কেলেংকারিতে জড়িত হয়ে পড়েন বলে অভিযোগ শুনা যায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নির্বাচনী পরীক্ষার পর ২০০-৮০০ টাকা কোচিং ফি নেয়া হয়। অথচ উক্ত সময়ের বেতনও নেয়া হয়। যে সমস্ত বিষয়ে ব্যবহারিক পরীক্ষা আছে, সে সমস্ত বিষয়ের জন্য চাঁদা তোলা হয়। উপরোক্ত কারণে এবং গৃহ শিক্ষকতার কারণে শিক্ষার্থীর শিক্ষা ব্যয় বেড়ে যায়। এছাড়া থাকা খাওয়া ও অন্যান্য উপকরণের মূল্য ধরলে দেখা যায় যে প্রতিষ্ঠানকে দেয় ব্যয় ও প্রতিষ্ঠান বহির্ভূত শিক্ষা ব্যয়ের অনুপাত ১:২৫ (আনু-২০০২) শিক্ষার ব্যয় ব্যাপক বৃদ্ধির ফলে দরিদ্র শ্রেণীর সন্তানেরা শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

শ্রেণী কক্ষে পাঠদান করা শিক্ষকের প্রধান কাজ। এছাড়াও ক্লাশ টেস্ট, দলভিত্তিক আলোচনা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিক অনুষ্ঠান এবং বিষয় ভিত্তিক সেমিনারের লেখক ও আলোচক হিসাবে অংশগ্রহণ বাধ্যতামূলক না হওয়াতে শিক্ষকরা কোন মতে ক্লাশ শেষ করেই বাড়তি রোজগারের জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন। শ্রেণী কক্ষে পাঠদান বা ভাষণ দেয়াই শিক্ষকের প্রধান কাজ হলেও একমাত্র কাজ নয়। জ্ঞানের চর্চা, পরিচর্যা, সত্যের অনুসন্ধান ও আবিষ্কার করা শিক্ষকের অন্যতম কাজ। নিত্যনূতন আবিষ্কারের জন্য প্রয়োজন জ্ঞানের প্রসারতা ও গভীর চিন্তা ও চেতনার। সৃজনশীল চিন্তা ভাবনা ও গবেষণা লব্ধ জ্ঞান দ্বারা সমাজের বৃহত্তম কল্যাণ সাধন করাও যে শিক্ষকের কাজ একথা এদেশের কলেজ শিক্ষকগণ একেবারে ভুলে গেছেন। কলেজ পর্যায়ে শিক্ষকদের গবেষণার সুযোগ সুবিধা যেমন সীমিত তেমনি আবার তাদের মানসিক সামর্থ্য, আগ্রহ এবং যোগ্যতা ও সময় নেই বললেই চলে। সরকারী বেসরকারী কলেজ সমূহে পদোন্নতির জন্য সিনিয়রিটিই মূখ্য বিষয় হওয়াতে গবেষণা ও লেখার ব্যাপারে তারা একদমই আগ্রহী নন।

বাংলাদেশ অর্থনীতি সমিতির জাতীয় সম্মেলনে (২০০২) সমিতির সভাপতি প্রফেসর মইনুল হোসেন কলেজ শিক্ষকদের মধ্য হতে মাত্র ২/৩ জন সেমিনারে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন বলে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন। উল্লেখ্য যে উক্ত সেমিনারে প্রায় ৫০টি প্রবন্ধ উপস্থাপিত হয়েছিল। এ প্রবন্ধের লেখক জুন-২০০৩ সালে ৫০ জন অর্থনীতির কলেজ শিক্ষকের মতামত জরিপ করেছিলেন এবং দেখতে পান যে, শতকরা ৬০% শিক্ষকই কোন সেমিনারে অংশগ্রহণ করেন নাই, ৮২% শিক্ষক জীবনে কোন কিছুই লেখেন নাই, ৬৮% শিক্ষক জীবনে কখনই কোন জার্নাল পড়েন নাই, ৪৬% শিক্ষক কোন প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন নাই এবং ৬২% নিজেদের সুখী বলে মনে করেন।[৩] বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকগণ তাদের মূল দায়িত্ব বাদ দিয়ে ঠিকাদারী গবেষণা কাজে ব্যস্ত থাকেন। বেসরকারী বিশ্ববিদ্যলয় এবং কলেজ সমূহে উচ্চ শিক্ষা কোর্স চালু হওয়ার সুবাদে ১০/১২টি পর্যন্ত খন্ডকালীন চাকুরীর ব্যবস্থা করতে পেরেছেন। রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে কে, কার চেয়ে ভাল পজিশন পাবেন এ নিয়ে চরম প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে পড়েছেন।

শিক্ষকদের জন্য বিষয় ভিত্তিক জ্ঞানের গভীরতা বৃদ্ধি ও পাঠদানের কলাকৌশল এবং শ্রেণী শিক্ষার মান উন্নত করা সম্ভব। এ জন্য প্রয়োজন উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা, গবেষণা ও প্রশিক্ষণ। তবে উচ্চতর শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলেই যে শিক্ষক শিক্ষা দানে নিবেদিত হবেন এমন কোন কথা নেই। পেশার প্রতি ভালবাসা, সেবা করার মনোবৃত্তি, শিক্ষাদানে আত্মতৃপ্তি বোধ ইত্যাদি গুণাবলীর আজ বড় আকাল। ভাল ডিগ্রি থাকলেই ভাল শিক্ষক হওয়া যায় না। শিক্ষককে প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষিত হতে হয়। যে শিক্ষককের সৃজনশীলতা নেই এবং জ্ঞান চর্চায় আগ্রহ নেই তিনি প্রকৃত শিক্ষক হতে পারে না। "Teachers are born like poets but not made" প্রকৃতপক্ষে যারা স্বার্থক শিক্ষক তারা কবিদের মত জন্মসূত্রেই শিক্ষক। বাংলাদেশের শিক্ষার সকল স্তরেই শিক্ষক স্বল্পতা রয়েছে। নিবেদিত এবং প্রকৃত শিক্ষকদের সংখ্যা নিতান্তই কম।

বিদ্যমান পাঠ্যসূচি বিশালাকার এবং বিষয় বাহুল্যে পূর্ণ। দেশের সার্বিক অবস্থা, শিক্ষার্থীদের বয়স, পারিবারিক আর্থিক ক্ষমতা ইত্যাদি বিবেচনা করে শিক্ষাক্রম চালু করা প্রয়োজন ছিল। আমাদের ১/১০ ভাগ শিক্ষার্থী উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা সমাপ্তির পর তৃতীয় পর্যায়ে শিক্ষা গ্রহণ করে (মাহবুব-২০০২)। ৯/১০ ভাগ শিক্ষার্থীর কথা ভেবে পাঠ্যসূচি আরও বাস্তব এবং জীবনমুখী হওয়া প্রয়োজন। পাঠ্যসূচি প্রণয়নের জন্য প্রয়োজনীয় দক্ষতাসম্পন্ন জনশক্তি নেই। সাধারণত সরকারী কলেজের শিক্ষকদেরকে এ কাজে প্রেষণে নিয়োগ করা হয়।

প্রেষণে নিয়োগের ক্ষেত্রে নানা কারণে উপযুক্ত বিশেষজ্ঞ এখানে নিয়োগ পাচ্ছেন না। উচ্চ শিক্ষায় চলছে ব্যাপক বিশেষায়ন ও বিষয়ের বিভাজন, এতে জ্ঞান হয়ে পড়ছে সীমিত। জ্ঞানের অসংখ্য শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হয়ে একজন মানুষ না হয়ে তৈরি হচ্ছে খণ্ড খণ্ড মানুষ। এছাড়া পাঠ্যসূচিতে মূল বিষয়কে বাদ দিয়ে নিত্যনতুন বিষয় প্রচলন করা হচ্ছে। উচ্চ মাধ্যমিক স্তরে বাণিজ্য ও মানবিক শাখায় অর্থনৈতিক ঐচ্ছিক হওয়াতে এ স্তরের ছাত্রছাত্রী ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। বাণিজ্য বিভাগের জন্য অর্থনীতি হলো মাতৃ বিষয় (Mother subject)। অথচ ডিগ্রীতে অর্থনীতি একেবারেই তুলে দেয়া হয়েছে। বিজ্ঞান বিভাগে গণিত হলো মুখ্য বিষয়, অথচ ডিগ্রিতে গণিত না পড়েও বিজ্ঞানে ডিগ্রী অর্জন করা সম্ভব হচ্ছে। এর ফলে মাধ্যমিক স্তরে গণিত, পদার্থ, রসায়ন বিষয়ের শিক্ষকের সংকট দেখা দিয়েছে।

পাঠ্যসূচি প্রণয়ন, পরীক্ষা পরিচালনা এবং প্রশ্নপত্র প্রণয়ন এমনকি মূল্যায়নে শিক্ষকরাই মূল ভূমিকায় থাকেন। পরীক্ষার উত্তরপত্র মূল্যায়ণে রয়েছে সময়ের স্বল্পতা এবং শিক্ষকদের দায়িত্বহীনতা ও অবহেলা। উত্তরপত্র মূল্যায়নের সময় শিক্ষককে একজন ন্যায় বিচারকের ভূমিকা পালন করা উচিত।

আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থা সার্টিফিকেট ভিত্তিক। এখানে উপলব্ধির চেয়ে মুখস্তের উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করা হয়। প্রফেসর শামসুল হক এ সম্পর্কে বলেন, "এখন কেবল যে যত মুখস্ত করতে পারে সে তত ভাল ছাত্র বা ছাত্রী হিসাবে পরিচিত হয়। উপলব্ধি বা সৃষ্টি ধর্মী কোন কাজে কার কত উৎসাহ তা যাচাই করার তেমন সুযোগ নেই। প্রথম থেকেই তাই শিশুদের সুপ্ত শক্তিকে জাগ্রত করা হয় না এবং তোতা পাখী বানাবার পদ্ধতি ধরে রাখা হয়। তবে তারা গুরুগৃহে অধ্যায়ন করে ভালই সার্টিফিকেট নিয়ে বের হবে। ভাল চাকুরীও পাবে হয়ত কিন্তু সতিকার অর্থে শিক্ষিত হবে না।" (হক-৯২) শিক্ষকগণ সৃজনশীলতার চেয়ে মুখস্ত বিদ্যার উপর বেশি জোর দেন। মুখস্ত করে জ্ঞান অর্জিত হয় না। মুখস্ত করাটা এক ধরনের নকল, আমাদের সম্মানিত শিক্ষকবৃন্দ এ বিদ্যাকে উৎসারিত করছেন। উপরোক্ত কার্যাবলীর জন্য শিক্ষা খাতে পুনরাবৃত্তি ও আকৃতকার্যতা ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। অধ্যাপক মোজাফফর আহমেদের ভাষায় এগুলো হলো শিক্ষাখাতে সিস্টেম লস। তিনি বলেন, "শিক্ষাখাতেই সিস্টেম লস সব চেয়ে বেশি এবং এজন্য দায়ী সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা।[৪] এখানে বলে নেয়া ভাল যে একমাত্র শিক্ষা মন্ত্রণালয় ব্যতীত শিক্ষার সকল ক্ষেত্রে শিক্ষকরাই নিয়োজিত থাকেন। কাজেই এ ব্যাপক সিস্টেম লসের জন্য শিক্ষক সমাজই বহুলাংশে দায়ী। (আহমেদ মোজাফফর-২০০৩)

বিদ্যমান আর্থ-সামাজিক ব্যবস্থার মধ্যে শিক্ষকদের অবস্থান। শিক্ষক সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন মানুষ নয়। আজকাল সকল পেশাতেই বিচ্যুতি লক্ষ করা যায়। শিক্ষকরা পেশায়ও কিছু কিছু বিচ্যুতি লক্ষ করা গেলেও গোটা শিক্ষক সমাজকে দোষারোপ করা ঠিক হবে না। মুষ্টিমেয় শিক্ষকের অনাকাঙ্খিত ভূমিকার জন্য গোটা শিক্ষক সমাজকে সমালোচনার সম্মুখীন হতে হচ্ছে। "একজন সুশিক্ষক শুধুমাত্র নিজ বিষয়ই পাঠ দান করেন না। অনাবিল আনন্দ, সীমাহীন উৎসুক্য ও সৃষ্টিশীল সাধনার মনোভাব জাগ্রত করে শিক্ষার বিষয় বস্তুকে শিক্ষার্থীর চেতনায় মনে সঞ্চারিত করেন, প্রাণী মানুষকে মনুষ্যত্ব সম্পন্ন মানুষে পরিণত করেন"। (রহমান২০০৩)

শিক্ষক সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টি করে থাকেন। নিত্যনূতন জ্ঞানে ক্ষেত্র নির্মাণ ও বিকশিত করেন। আর্থ-সামাজিক ও রানৈতিক সমস্যার সমাধানের পথ প্রদর্শক হিসেবে ভূমিকা পালন করেন। শিক্ষা জাতির মেরুদন্ড। শিক্ষক শিক্ষার মেরুদন্ড। শিক্ষকদের উন্নতি ছাড়া শিক্ষা ব্যবস্থার উন্নতি হতে পারে না। শিক্ষকরা বুদ্ধিজীবি শ্রেণীর একটা বড় অংশ। দেশের উন্নয়নে শিক্ষকগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে কিন্তু জাতীয়গরণের নামে তাদেরকে সরকারীকরণ করা হচ্ছে। জাতীয় ও সরকারীকরণের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য বিদ্যমান।[৬] শিক্ষকদের স্বকীয়তা ও মত প্রকাশের স্বাধীনতা ক্ষুন্ন হচ্ছে এবং জাতি তাদের কাছ থেকে প্রাপ্য অবদান থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। সরকারীকরণ করার ফলে চাকুরী বিধির কারণে শিক্ষকদের স্বাধীন মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে বাধার সৃষ্টি হয়েছে। শিক্ষকদের জন্য প্রয়োজন স্বাধীনতা। এ স্বাধীনতা সত্য ও আবিস্কার ও সত্য প্রকাশের স্বাধীনতা। "The teacher must enjoy to teach according to his own concept of truth". (রায়-২০০৩) জাতির বৃহত্তর স্বার্থে সরকারীকরণ করা বন্ধ করে সমগ্র শিক্ষাকে জাতীয়করণ করা

উচিত। সরকারী-বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের (কলেজ পর্যায় পর্যন্ত) শিক্ষকদের মধ্যে বেতনের ব্যাপক বৈষম্য রয়েছে। অন্যদিকে বেসরকারী বিশ্ববিদ্যালয় এবং সরকারী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্যে বেতনের বৈষম্যও বিদ্যমান। বৈষম্য হ্রাস করে উপযুক্ত পারিশ্রমিক ও মর্যাদা দিয়ে প্রতিভাবান লোকদের এ পেশায় আকৃষ্ট করা উচিত।

(জ) উপসংহার ঃ

বিশ্বায়নের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করার জন্য যে বিপুল জ্ঞান, বুদ্ধি, প্রযুক্তি ও দক্ষতা প্রয়োজন তা সৃষ্টি করতে হলে শিক্ষার সর্বস্তরের শিক্ষকদেরকে সুশিক্ষিত, সুদক্ষ ও সুনিপুন কারিগর হিসেবে তৈরি করতে হবে। যেহেতু শিক্ষকের শ্রেণীকক্ষের উপর জাতির ভবিষ্যত নির্ভর করছে, শিক্ষকতা যেহেতু একটি সেবামূলক পেশা। এ পেশায় শিক্ষকের মন মানসিকতা একটা বড় বিষয়। শিক্ষক যদি আর্থিক অনটনে ভোগেন এবং মানুষিক অশান্তিতে ভোগেন তবে শিক্ষা দান ব্যাহত হয়। শিক্ষা ব্যবস্থা তথা জাতি গঠনে শিক্ষকের গুরু দায়িত্বের কারণেই তাকে উপযুক্ত আর্থিক সুযোগ সুবিধা এবং সামাজিক মর্যাদা দেয়া প্রয়োজন। বর্তমানে অর্থনীতির মূল সম্পদ জ্ঞান। শিক্ষকরাই তৈরি করবেন জ্ঞান সম্পদ। সৈয়দ মুজতবা আলীর বিখ্যাত উক্তি দিয়ে বলতে চাই শিক্ষকের উচিৎ ফ্রাঁসের মত অনেকগুলো চোখ পেয়ে যাওয়া এবং রাসেলের মত এক গাদা নূতন ভূবন সৃষ্টি করে ফেলা এবং শিক্ষার্থীদেরকে বই পড়ায় আগ্রহী করে তোলা। কারণ জ্ঞান সম্পদ সৃষ্টি জন্য অধ্যয়নের বিকল্প নেই।

রেফারেন্স ঃ

১। আল মুতী আব্দুল্লাহ্- উচ্চ শিক্ষার শিক্ষামান, মূল্যায়ন-শিক্ষাবার্তা ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা-১৯৯৩।

২। আলম সহিদুল-শিক্ষক সমাজ ও বিজ্ঞান, দৈনিক সংবাদ, ৬ সেপ্টেম্বর, ২০০৩।

৩। আহমেদ মোজাফফর- অনার্জিত স্বপ্ন পূরাণ- প্রাথমিক শিক্ষা উন্নয়ন পরিকল্পনা ও অর্জন বাস্তবতা-সংকলন-বাংলাদেশ অর্থনীতি শিক্ষক সমিতি-২০০৩।

৪। আলম মোহাম্মদ শহীদুল-সেমিনার স্মরনিকা, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস শিক্ষা এসোসিয়েশন-২০০৩।

৫। আহমেদ মোজাফফর-শিক্ষা, প্রকৌশল, প্রযুক্তি ও উন্নয়ন, সংকলন বাংলাদেশ অর্থনীতি শিক্ষক সমিতি ১৯৯৫।

৬। আহমেদ সরদার সৈয়দ- শিক্ষার অপচয় ও সমস্যা, বাংলাদেশ অর্থনীতি শিক্ষক সমিতি ১৯৯৫।

৭। আহমেদ সরদার সৈয়দ- স্বনির্ভরতা অর্জনে শিক্ষা-সংকলন, বাংলাদেশ অর্থনীতি শিক্ষক সমিতি ২০০৩।

৮। আহমেদ সরদার সৈয়দ- মানব পুঁজি গঠন একটি তুলনামূলক পর্যালোচনা- বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকোনমি বি,ই,এ-১৯৯৮।

৯। আলম মুহমুদুল, হক মোহাম্মদ এনামুল-২০২০ সালের প্রেক্ষাটটে বাংলাদেশের শিক্ষা ক্ষেত্রে উন্নয়ন ও দুর্নীতি- সাময়িকী-বি,ই,এ-২০০০।

১০। আলম মুহমুদুল, দেওয়ান রুহি জাকিয়া, তালুকদার অনুপ কুমার- মানব সম্পদ উন্নয়ন এবং বাংলাদেশের শিক্ষা পরিকল্পনা-ভবিষ্যদ্বানী শিক্ষা বার্তা, ফেব্রুয়ারি-২০০৩।

১১। Ahmed Mozzafar- Teaching Learning unit in University- BEA Journal-1991.

১২। আলী মুজতবা সৈয়দ- বই কেনা- পঞ্চতন্ত্র- ১৯৫২।

১৩। BANBEIS-1997 – 2002.

১৪। চৌধুরী হোসেন মোতাহার- শিক্ষা ও মনুষ্যত্ব- সংস্কৃতি কথা- ১৯৫৮।

১৫। চৌধুরী প্রমথ- বইপড়া- প্রবন্ধ সংগ্রহ- ১৯৫২।

১৬। চৌধুরী মঞ্জু শ্রী- সুশিক্ষা- বাংলা একাডেমী- ১৯৮৩।

১৭। ঘোষ রনজিৎ শ্রী- প্রাচীন ভারতের শিক্ষা কেন্দ্র ও তার অবদান-শিক্ষাবার্তা- ৬ষ্ঠ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা-১৯৯৩।

১৮। হক শামসুল- প্রসঙ্গ ঃ শিক্ষা-শিক্ষা বার্তা, ৫ম বর্ষ, ৩য় সংখ্যা-১৯৯২।

১৯। Huq Zahurul ATM- Skill development in Bangladesh: Present Secnario and some policy option-BETA 1995.

২০। Jingan M.L- The Economic of Development and planning- 1976.

২১। জামাল হোসেন জাকির- শিক্ষার গুণগত মান উন্নয়নই শিক্ষার সোপান- স্মরনিকা, বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিস শিক্ষা এসোসিয়েশন-২০০৩।

২২। খালেকুজ্জামান- বাংলাদেশের শিক্ষা সংকট- জাতীয় কনভেনশন-২০০৩, সমাজতান্ত্রিক ছাত্র ফ্রন্ট।

২৩। মুহাম্মদ আনু- বাংলাদেশের শিক্ষার সাম্প্রতিক গতি প্রকৃতি, বৈষম্য ও সহিংসতার বিবিধ মাত্রা। সাময়িকী বি,ই,এ-২০০০।

২৪। পাটোয়ারী মমতাজ উদ্দিন- বাংলাদেশের শিক্ষা ব্যবস্থা- শিক্ষা ও পাঠ্যসূচী উন্নয়ন শিক্ষা বার্তা, সেপ্টেম্বর-২০০০।

২৫। রায় অজয়- শিক্ষা প্রতিষ্ঠান- প্রশাসন পরিচালনা, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, জাতীয় কনভেনশন-২০০৩।

২৬। রেজা আবিদুর- শিক্ষার মান ও শিক্ষক সমাজের ভূমিকা ও অবস্থান জাতীয় কনভেনশন-২০০৩, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট।

২৭। রহমান আতিউর- বাংলাদেশের শিক্ষার বৈষম্য। দুর্নীতি ও অস্থিরতা, এ পর্যায় রুখতে চাই সামাজিক প্রতিরোধ। বি,ই,এ জার্নাল-২০০২।

২৮। রহমান আজিবুর মোঃ- সুশিক্ষার জন্য শিক্ষক- স্মরনিকা- বাংলাদেশের সিভিল সার্ভিস শিক্ষা এসোসিয়েশন-২০০৩।

২৯। Rahman Atiqur- Teachers' and Students' Attitude to Dhaka University S.S.R. December-2002.

৩০। রোকেয়া বেগম- জাগো গো ভগিনী- মতিচুর।

৩১। Singh Raja Roy- UNESCO, Bankok, 1986.

৩২। সেন, বিনায়ক- বাংলা ভাষায় অর্থনীতি শিক্ষা ও গবেষণা সমস্যা ও সম্ভাবনা বি,আই,এ, জার্নাল-২০০১।